**ভূমিকা**

06/08/2021

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের, যিনি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তাঁরই এবাদত বন্দেগী করার জন্য।

ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ﷺ) এর উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহুম্মা সাল্লে আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি।

প্রিয় ভাই সকল, ইসলামের মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে থাকা সত্বেও আমরা অনেক ইসলামবিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়েছি।

বিশেষ করে আমরা যারা জেনারেল শিক্ষিত, তাছাড়াও যারা আমরা ইসলামের জ্ঞ্যান রাখি! বাজারে বিভিন্ন রকমের ভুল তথ্য যুক্ত বই পুস্তক পড়ে আমরা বিপদগামী হচ্ছি |

এবং বাজারে যে সকল জ্বীন ও যাদুর চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা বই পেয়ে থাকি, সেগুলোর মধ্যে এমন কিছু শিরকি ও কুফুরী দোয়া কালাম থাকে যার কারণে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছি।

অবশ্য আমরা তার দ্বারা কিছুটা উপকৃত হই তবে সেটা শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্য, আখেরাতে আমাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই।

আপনি যদি সঠিকভাবে একজন রুগীর চিকিৎসা করতে চান তাহলে মোটামুটি ভাবে এই নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সমূহ সমন্ধে আপনার জেনে থাকা দরকার।

(১) জ্বীন ও যাদু সম্পর্কে। (২) নজর লাগা সম্পর্কে। (৩) মানসিক রোগ সম্পর্কে।

(৪) শারীরিক রোগ সম্পর্কে।

আমরা যারা কবিরাজী করে থাকি তারমধ্যে অধিকাংশ ব্যাক্তি শুধুমাত্র জ্বিন ও যাদুর দিকেই খেয়াল রাখি যেটা ঠিক নয় ।

মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই বিষয়গুলোর উপর সঠিক জ্ঞ্যান না রাখবেন। আপনার দারা সঠিক চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না!

উদাহরণস্বরূপ, ধরুণ একটা রুগি আপনার কাছে এলেন জ্বিনের চিকিৎসা করতে, তবে দেখা যাচ্ছে তিনার মানসিক অথবা শারীরিক কিছু রোগ রয়েছে,যেহেতু আপনি এই রোগ সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তার জন্য আপনি শুধুমাত্র জ্বিন অথবা জাদুই মনে করবেন এটাই স্বাভাবিক।

এই ফলে দেখা যাবে আপনি নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়বেন, অথবা ভাব্বেন আমি তো রুগীর সঠিক চিকিৎসা করলাম অথচ রুগী সুস্থ হচ্ছে না?। কেন ? আসলে রোগী সুস্থ না হওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি এই রোগগুলোর পার্থক্য সঠিকভাবে করতে পারেননি, তার জন্যই রুগীটা পুরোপুরি সুস্থ হচ্ছে না!

আরো একটি বিষয় ক্লিয়ার করা যাক, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে!

সাধারণত আমরা যারা কবিরাজী কাজ করি দেখা যাই আমরা নজর লাগা সম্পর্কে খুব একটা গুরুত্ব দেয়না অথচ হাদীসে সবথেকে বেশি যে ক্ষতির কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে নজর লাগা, ( মানে কুদৃষ্টি )

পবিত্র কোরআনেও কয়েক জায়গায় বদ নজরের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘কাফেররা যখন উপদেশবাণী শোনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে, আর তারা বলে, এ তো এক পাগল’। (সুরা কলম, আয়াত : ৫১)

এই বইয়ের মধ্যে সব কিছুর দিক খেয়াল রাখা হয়েছে, তাই সবদিক বিবেচনা করে মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জ্বীন ও যাদুর চিকিৎসা নামক বইটি আমি লিখেছি, যার মধ্যে আপনি শিরকি ও কুফরি এবং ধোঁকাবাজি ও চিটিংবাজী কোন তদবির পাবেন না।

এর মধ্যে পাবেন কোরআন ও সহীহ হাদিস থেকে কিছু তদবির ও আমার বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতা এবং কিছু শারীরিক ও মানসিক রোগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

বাজারে যেসকল কবিরাজি বইগুলো আপনি পাবেন তার মধ্যে একটা কথা ভালোভাবে লিখা থাকে সেটা হচ্ছে এই বইয়ের তদবির গুলো করতে হলে লেখকের কাছে অনুমতি নিতে হবে। তবে আমার বইটি একটু ব্যতিক্রম।

আলহামদুলিল্লাহ আমি এই বইখানা শুধুমাত্র জাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যেই লিখেছি যাতে করে আপনারা প্রত্যেকেই এই বইয়ের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেন।

একটি কথা মনে রাখবেন, আমি যদি দুনিয়াতে আপনাদের কোন উপকার নাও করতে পারি তবে আপনাদের আখেরাত নষ্ট করবো না, ইনশাআল্লাহ

আপনাদের প্রত্যেকের কাছে শুধুমাত্র আমার একটাই অনুরোধ আপনারা আমার জন্য প্রাণভরে দুই হাত উঠিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে আপনাদের দোয়ার বরকতে জান্নাত নসিব করেন এবং আমার জানতে ও অজান্তে যত ভুল ত্রুটি আছে আল্লাহ যেন সেই ভুলগুলোকে ক্ষমা করেন আমিন।

সম্মানিত আমার প্রাণপ্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোন সকল। আমি মনে করি এর আগে এমন ধরনের বই কেও আপনাদেরকে উপহার দেয়নি,যদিও বা জ্বীন ও যাদু সম্পর্কে অনেক বই আপনি পেয়ে যাবেন।

আমি আশা রাখি এই বইখানা প্রত্যেক পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং যারা জ্বীন ও যাদুর কবিরাজি চিকিৎসা লাইনে কাজ করছেন তাদের জন্য একটি শ্রেষ্ঠ বই হয়ে দাঁড়াবে ইনশা-আল্লাহ্।

আমি আমার জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান এই বইয়ের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। জানি না আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাকে এই বইয়ের মাধ্যমে কতখানি সফল করবেন, মনে রাখবেন সফল করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

অবশেষে মহানআল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের কাছে এই দোয়া ও প্রার্থনা করি আল্লাহ যেন আমার এই দ্বীনি খেদমত কে কবুল করেন আমীন।

সম্মানিত আমার প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোন সকল, আল-কুরআন হচ্ছে মানুষের জীবন পরিচালনার গাইড বুক, মানব জীবনে এমন কিছুই নেই যার সমাধান কুরআনে আসেনি,মানুষ যদি কুরআন অনুযায়ী জীবন সাজাতে চায়; আল্লাহ তাআলা মানুষকে সেভাবেই কুরআনের উপকার দান করেন,কুরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো অনেক রোগ-ব্যাধির জন্য শিফাস্বরূপ।

দুনিয়ায় অনেক রোগের শিফা ওষুধে হয় না,আল্লাহর রহমতে কোনো বান্দা যদি তাঁর বিধান পালনের সঙ্গে রোগমুক্তিতে কুরআনি আমল করেন তবে সে ব্যক্তি অনেক কঠিন রোগ-ব্যাধি থেকেও সুস্থতা লাভ করবেন, তাই এ সব আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার কাছে রোগ থেকে মুক্তি চাওয়া আমাদের উচিৎ।

রোগ থেকে মুক্তি লাভে পূর্ব শর্ত হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে জানা এবং যথাযথ মেনে চলার পাশাপাশি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে মর্যাদা দেওয়া ও সুস্থতা হচ্ছে আল্লাহতালার একটি নিয়ামত এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা, এবং অসুস্থ হয়ে গেলে এই অসুস্থতা নিজের কারণে এসেছে বলে বিশ্বাস করা এবং সুস্থ হয়ে উঠলে এই সুস্থতা আল্লাহ তাআলার দান বলে বিশ্বাস করা।

মানুষের ভালো-মন্দ উভয়ের বিষয়ে আল্লাহ তা আলা সমভাবে ক্ষমতাবান। আমরা অসুস্থ হলে তিনিই আমাদের সুস্থতা দান করেন।

রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে চিকিৎসক শুধুমাত্র চেষ্টা করতে পারেন,মানুষ একে অপরের জন্য কেবল মাত্র দুআ করতে পারেন আরোগ্য দানের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা‘আলার দয়ার উপর নির্ভর করে।

আল্লাহর সাহায্য বা দয়া ব্যতিত কোন রোগ ব্যাধি থেকে কখনোই আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়! তিনি যদি কারো উপর আযাব বা গজব দান করেন, কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সৃষ্টি জগতের সব কিছুই তাঁর ইচ্ছার অধীন।

কুরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘‘আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো দুর্দশা স্পর্শ করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূরকারী কেউ নেই। আর যদি কোনো কল্যাণ দ্বারা স্পর্শ করেন তবে তিনিই তো সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর ক্ষমতাবান। [সূরা আনআম ১৭১৮]

“বল তো কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পুর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন। সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান কর। [সূরা নামল ৬২]

আল্লাহ তা‘আলা মাঝে মধ্যে রোগ-বালাই দিয়ে বান্দার ঈমানের দৃঢ়তা বা ওজন পরীক্ষা করে থাকেন। তিনি দেখতে চান, বিপদ-আপদকালীন সময়ে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কে বা কারা, তাঁর উপর অবিচল আস্থা বা বিশ্বাস রেখে, ধৈর্যের সাথে সামনের দিকে এগিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে।

‘‘আর ভালো এবং মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি। [সূরা আম্বিয়া : ৩৫]

অসুস্থতাও আল্লাহ তাআলার অনেক বড় নিয়ামাত।

বিভিন্ন হাদীসে রোগ-শোক ও বালা-মসিবতেরও তাৎপর্য ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। অসুস্থতা দেহের যাকাত স্বরূপ। এর দ্বারা শরীর গুনাহমুক্ত হয়ে থাকে, ও পাক-পবিত্র হয়। আল্লাহর কাছে বান্দার মর্যাদা বুলন্দ হয়। ভবিষ্যত জীবনের জন্য উপদেশ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়,অসুস্থতার সময় নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতা মানুষের কাছে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠে। শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা, আভ্যন্তরীণ প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতার মিথ্যা অহমিকা অনেকেরই আছে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

উচ্চারণ:ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাউও ওয়া রাহমাতুল লিলমু মিনিন।

অর্থ : আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।

সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত নম্বর ৮২।

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ উচ্চারণ : ওয়া ইয়াশফি ছুদু-রা ক্বাওমিম মু’মিনি-ন। অর্থ : এবং মুমিনদের (মুসলমানদের) অন্তরসমূহ শান্ত করে দেন।

সূরা তাওবার আয়াত নম্বর ১৪

وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين

উচ্চারণ : ওয়া শিফাউ’ল লিমা- ফিচ্ছুদু-রি ওয়া হুদাও ওয়া রাহমাতুল লিল মু’মিনি-ন।

উচ্চারণ : অর্থ : এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

( সূরা ইউনুস আয়াত নম্বর ৫৭)

উপরোক্ত প্রতিটি আয়াতেই কুরআনে মুমিনদের জন্য ‘শেফা ও ‘রহমত প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হয়েছে।

তফসীরবিদ ইমাম বায়হাকী (রহ.) ‘শেফা অর্থ আত্মা এবং দেহ উভয়ের শেফা বা নিরাময় বলেছেন।

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে যেমন আত্মার যাবতীয় রোগ এবং মন্দ প্রবণতার চিকিৎসা রয়েছে, তেমনি দেহের যাবতীয় রোগ-ব্যাধীরো চিকিৎসা রয়েছে। হাদীসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নাবী (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহ তায়ালাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার আরোগ্যের ব্যবস্থা দেননি।

[বুখারী, খন্ড-২য়, পৃষ্ঠা-৮৪৮, হাদীস নং-৫২৭৬;।

**সূচীপত্র**

**-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**(প্রথম অধ্যায়)**

আল্লাহর ৯৯ টি পবিত্র নাম সমূহ।

দোয়া কবুলের শর্ত।

যে দোয়াটি পড়লে দোয়া কবুল হবেই।

জ্বীন কাকে বলে?

জ্বীন কিসের তৈরি?

জ্বীন কোথায় থাকে?

জ্বীন কয় প্রকার?

জ্বিনের প্রধান খাদ্য কি?

জ্বীনের ক্ষমতা ?

জিনরা কি গায়েবের খবর ও ভবিষ্যৎ জানে?

জ্বীন দেখতে কেমন?

জ্বীন কার রূপ ধারন করতে পারে না?

জ্বিন ও পরীর মধ্যে পার্থক্য কি?

পরী দেখতে কেমন?

জ্বীন জাতির আসল ধর্ম কি?

জ্বীন কি সত্যি বশ করা যায়?

জাদুকরের জ্বিন বশ করা।

জ্বীন কি মানুষের সঙ্গে সহবাস করতে পারে?

জ্বীন কি মানুষের উপর ভর করে?

জ্বীন কি মানুষকে মেরে ফেলতে পারে?

জ্বীন কি কোন নামাজি মানুষকে ধরতে পারে?

জ্বীন ধরার লক্ষণ গুলো কি?

ক্বারীন জ্বিন কাকে বলে?

জ্বীন কি নিজেও কবিরাজ হয়?

জ্বীন কি কারো উপর চালান করা যায়?

চালান জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিনের চিকিৎসা করার জন্য বাড়িতে কবিরাজ নিয়ে যাওয়া কি উচিত?

শিরকি ও কুফুরী দিয়ে ঝাড়ফুঁক করে, তাদের কাছে কি চিকিৎসা নেওয়া যাবে?

জ্বিনের তদবীর করতে হলে যে গুনগুলো আপনার মধ্যে থাকা দরকার।

একজন আমিল বা কবিরাজের চিকিৎসা কিভাবে শুরু করা উচিত?

জ্বিনের চিকিৎসা করতে হলে একজন আমিল বা কবিরাজের ধৈর্য।

একজন চিকিৎসক এর মধ্যে রোগীর জন্য যে আচরণটি থাকা দরকার।

যে বাড়িতে বেশি জ্বিন থাকে।

বাড়িতে জ্বীন থাকার লক্ষন।

বাড়ি থেকে জ্বিন তাড়ানোর উপায়।

বাড়ীতে জ্বীনে ঢিল মারলে করণীয়।

জিন ও ভূতের মধ্যে পার্থক্য কি?

কি কারণে জ্বীন চড়াও হয়?

জ্বীনের চিকিৎসা।

জ্বীন সবথেকে বেশি কোরআনের কোন আয়াত টি কে ভয় পায়?

আশিক জ্বীন কাকে বলে?

আশিক জ্বীন ধরার লক্ষণ।

আশিক জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিন কাদের উপর বেশি আশর করে?

জ্বিন সবথেকে বেশি মহিলাদের কেন ধরে?

বোবা জ্বিন কাকে বলে?

বোবা জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিন কে জ্বালিয়ে মারবেন কিভাবে?

জ্বিন কিভাবে হত্যা করা হয়।

বাথরুমে কি জ্বিন থাকে?

বাথরুমে থাকা জ্বিনের হাত থেকে বাঁচার দোয়।

জ্বিন কি মহিলার গর্ভ নষ্ট করতে পারে?

জ্বিন মহিলার গর্ভ নষ্ট করলে করনীয় কি?

জ্বিন কি কারো বিবাহ বন্ধ কর্তে পারে?

বিবাহ বন্ধ কাটানোর উপায়।

রাসূল (ﷺ) এর জ্বিনের চিকিৎসা।

জ্বিনের কারণে কোন রোগ হলে করণীয়।

জ্বিন সাপে কামড় দিলে করণীয়।

সপ্নে জ্বিন দেখলে করণীয়।

মানুষ মৃত্যুর পর কি আবার ফিরে আসে?

মৃগী রোগ কয় প্রকার?

জ্বিন ধরা ও মৃগী রোগের মধ্যে পার্থক্য কি?

জ্বিনের চালাকি কীভাবে ধরবেন।

জ্বিন দিয়ে মহিলাকে বন্ধ্যাত্ব করা যায়?

জ্বিন দিয়ে বন্ধ্যাত্ব করে রাখলে তার চিকিৎসা।

স্বামী-স্ত্রী সহবাসের সময় জ্বীনদের হাত থেকে বাচার দোয়া।

বিয়ের পর স্ত্রীকে শয়তান জ্বীনদের হাত থেকে বাঁচানোর দোয়া।

শরীর বন্ধ করার তদবীর।

ডাকনী কাকে বলে?

ডাকনী কি সত্যিই আছে?

বাটিচালান কিভাবে করা হয়?

কুলো চালান কিভাবে করা হয়?

কিভাবে বদনা ঘুরিয়ে রোগ পরীক্ষা করা হয়?

**(দ্বিতীয় অধ্যায়)**

যাদুর আবিধানিক অর্থ।

যাদুর অস্তিত্বের প্রমাণ সমূহ।

ইসলামী শরীয়তে যাদুকরের হুকুম।

যাদু শিক্ষা করা কি বৈধ?

যাদুকর ও শয়তানের মধ্যে ছুক্তি।

জ্যোতিষী ও গণকদের নিকট যাওয়া।

যাদুকর চেনার উপায়।

যাদুর প্রকারভেদ।

বান মারা কাকে বলে?

যাদু কর কাওকে বান কিভাবে মারে?

বান কয় প্রকার হয়?

বান মারার লক্ষন।

বান কাটানোর চিকিৎসা।

যাদু দিয়ে যাদুর চিকিৎসা করা কি বৈধ?

যাদুর আলামত।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ এর যাদু।

দুই ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছেদ এর যাদু।

কাওকে যাদু কিভাবে করা হয়?

পাগল করার যাদু।

পাগল করার যাদু কিভাবে করা হয়?

কিভাবে বুঝবেন কাউকে পাগল করার যাদু করা হয়েছে?

পাগল করার যাদুর চিকিৎসা।

পুরুষের যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার যাদু।

মহিলার যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার যাদু।

যৌন ক্ষমতা দুর্বল ও নষ্ট করা যাদুর চিকিৎসা।

দোকানে যাদু করে বন্ধ করে রাখলে তার চিকিৎসা।

শরীয়ত সম্মত ঝাড় ফুঁক ও জতিশি বিদ্যা।

যাদুর চিকিৎসা।

**(তৃতীয় অধ্যায়)**

বদ নজর লাগা সত্য?

বদ নজর ও হিংসার মধ্যে পার্থক্য কি?

জ্বিনের বদ নজর কিভাবে লাগে।

মানুষের বদ নজর কিভাবে লাগে?

বদ নজর লাগার লক্ষন।

শিশু বাচ্চার উপর বদ নজরের লক্ষণ।

বাড়িতে বদ নজর লেগেছে কিভাবে বুঝবেন?

বাড়িতে বদ নজর লাগলে তার চিকিৎসা।

বদ নজরের চিকিৎসা।

বদ নজরের গোসলের পদ্ধতি।

**( চতুর্থ অধ্যায় )**

মানসিক রোগ কি?

কখন বুঝবেন আপনি মানসিক রোগে আক্রান্ত?

মানসিক রোগের লক্ষণ।

মানসিক রোগ কেন হয়?

শিশুদের মানসিক রোগের লক্ষন।

মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে করণীয় কী?

**{ পঞ্চম অধ্যায় }**

ঔষধের অপকারিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার তদবির।

অনিদ্রা দূর করার তদবির।

অভাব অনটন দূর করার তদবির।

রুজি বৃদ্ধি করার তদবির।

কৃপণতা দূর করার তদবির।

ঋণ পরিশোধ করার তদবির।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর তদবির।

মুখের জড়তা দূর করার তদবির।

সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হিংস্র প্রাণী থেকে বাচার তদবির।

বিষাক্ত প্রাণীর বিষ নামানোর তদবির।

শরীরের যে কোন জায়গার ব্যথা কমানোর তদবির।

একশিরা রোগের তদবির।

চুলকানি ও পচড়া ঘা তেকে মুক্তির তদবির।

গ্যাস্ট্রিক রোগ থেকে মুক্তির তদবির।

চোখের রোগ থেকে বাচার তদবির।

জন্ডিস রোগের তদবির।

জ্বরের তদবির।

নাকের রক্ত পড়া বন্ধ করার তদবীর।

পেট ব্যথা দূর করার তদবির।

বমি বন্ধ করার তদবীর।

ফোড়া থেকে মুক্তির তদবির।

রক্ত বন্ধ করার তদবীর।

রাগ কমানোর তদবির।

স্বপ্নে ভয় পাওয়া বন্ধের তদবীর।

ভয় দূর করার তদবির।

সৎ সন্তান লাভের তদবির।

শিশুর দুষ্টু স্বভাব দূর করার তদবির।

শিশুর কান্না বন্ধ করার তদবীর।

বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ করার তদবীর।

প্যারালাইসিস রোগ থেকে মুক্তির তদবির।

মহিলার সাদা স্রাব বন্ধ করার তদবীর।

স্বপ্নদোষ বন্ধ করার তদবীর।

দ্রুত বীর্যপাত বন্ধ করার চিকিৎসা।

ব্যভিচারের মত খারাপ কাজ থেকে বাচার তদবির।

চোর ও ডাকাতের হাত থেকে সম্পদ বাঁচানোর তদবির।

অতিবৃষ্টি বন্ধ করার তদবীর।

কোন যানবাহনে নিরাপদ থাকার তদবির।

সব ধরনের বিপদ থেকে মুক্তির তদবির।

শত্রু দমন করার তদবির।

ঈমানদার স্বামী ও স্ত্রী পাওয়ার তদবীর।

**(১) আল্লাহ্‌র ৯৯ টি নাম অর্থ সহ।**

১ ) ٱلْرَّحْمَـانُ আর রাহমান – পরম দয়ালু

২ ) ٱلْرَّحِيْمُ আর রহিম – অতিশয় মেহেরবান

৩) ٱلْمَلِكُ আল মালিক – সর্বকর্তৃত্বময়

৪) ٱلْقُدُّوسُ আল কুদ্দুস – অতি পবিত্র

৫) ٱلْسَّلَامُ আস সালাম – শান্তি দানকারী

৬) ٱلْمُؤْمِنُ আল মুমিন – নিরাপত্তা ও ঈমান দানকারী

৭) ٱلْمُهَيْمِ আল মুহাইমিন – পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণকারী

৮) ٱلْعَزِيزُ আল আজিজ – পরাক্রমশালী

৯) ٱلْجَبَّارُ আল জাব্বার – দুর্নিবার

১০) ٱلْمُتَكَبِّ আল মুতাকাব্বির – নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী

১১) ٱلْخَالِقُ আল খালিক – সৃষ্টিকর্তা

১২) ٱلْبَارِئُ আল বারী – সঠিকভাবে সৃষ্টিকারী

১৩) ٱلْمُصَوِّرُ আল মুসাউইর – আকৃতি দানকারী

১৪) ٱلْغَفَّارُ আল গাফ্ফার – পরম ক্ষমাশীল

১৫) ٱلْقَهَّارُ আল ক্বাহার – কঠোর

১৬) ٱلْوَهَّابُ আল ওয়াহ্হাব – সবকিছু দানকারী

১৭) ٱلْرَّزَّاقُ আর রাজ্জাক – রিযিকদাতা

১৮) ٱلْفَتَّاحُ আল ফাত্তাহ – বিজয়দানকারী

১৯) ٱلْعَلِيمُ আল আলীম – সর্বজ্ঞ

২০) ٱلْقَابِضُ আল কাবিদ্ব – সংকীর্ণকারী

২১) ٱلْبَاسِطُ আল বাসিত – প্রশস্তকারী

২২) ٱلْخَافِضُ আল খাফিদ – অবনতকারী

২৩) ٱلْرَّافِعُ আর রাফী – উন্নতকারী

২৪) ٱلْمُعِزُّ আল মুজিব – সম্মান দানকারী

২৫) ٱلْمُذِلُّ আল মুদ্বিল্ল – (অবিশ্বাসীদের) বেইজ্জতকারী

২৬) ٱلْسَّمِيعُ আস সামি – সর্বশ্রোতা

২৭) ٱلْبَصِيرُ আল বাসীর – সর্ববিষয় দর্শনকারী

২৮) ٱلْحَكَمُ আল হাকাম – অতল বিচারক

২৯) ٱلْعَدْلُ আল আদল – পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারক

৩০) ٱلْلَّطِيفُ আল লতিফ – সকল গোপন বিষয়ে অবগত

৩১) ٱلْخَبِيرُ আল খাবির – সকল বিষয়ে জ্ঞাত

৩২) ٱلْحَلِيمُ আল হালিম – অত্যন্ত ধর্য্যশীল

৩৩) ٱلْعَظِيمُ আল আজিম – সর্বত্ত মর্যাদাশীল

৩৪) ٱلْغَفُورُ আল গফুর – পরম ক্ষমাশীল

৩৫) ٱلْشَّكُورُ আস শাকুর – গুন্গ্রাহী

৩৬) ٱلْعَلِيُّ আল আলী – উচ্চ মর্যাদাশীল

৩৭) ٱلْكَبِيرُ আল কাবিইর – সুমহান

৩৮) ٱلْحَفِيظُ আল হাফীজ – সংরক্ষণকারী

৩৯) ٱلْمُقِيتُ আল মুক্বিত – সকলের জীবনোপকরণ দানকারী

৪০) ٱلْحَسِيبُ আল হাসিব – হিসাব গ্রহণকারী

৪১) ٱلْجَلِيلُ আল জলীল- পরম মর্যাদার অধিকারী

৪২) ٱلْكَرِيمُ আল কারীম – সুমহান দাতা

৪৩) ٱلْرَّقِيبُ আল রাক্বীব – তত্ত্বাবধায়ক

৪৪) ٱلْمُجِيبُ আল মুজীব – কবুলকারী

৪৫) ٱلْوَاسِعُ আল ওয়াসি – সর্বত্ত বিরাজমান

৪৬) ٱلْحَكِيمُ আল হাকীম – পরম প্রজ্ঞাময়

৪৭) ٱلْوَدُودُ আল ওয়াদুদ – (বান্দাদের প্রতি) সদয়

৪৮) ٱلْمَجِيدُ আল মাজীদ – সকল মর্যাদার অধিকারী

৪৯) ٱلْبَاعِثُ আল বাইস – পুনরুজ্জীবিতকারী

৫০) ٱلْشَّهِيدُ আশ শাহীদ – সর্বজ্ঞ স্বাক্ষী

৫১) ٱلْحَقُّ আল হাক্ব – পরম সত্য

৫২) ٱلْوَكِيلُ আল ওয়াকিল – পরম নির্ভরযোগ্য কর্ম-সম্পাদনকারী

৫৩) ٱلْقَوِيُّ আল ক্বাউইউ – পরম শক্তির অধিকারী

৫৪) ٱلْمَتِينُ আল মাতীন – সুদৃঢ়

৫৫) ٱلْوَلِيُّ আল ওয়ালীইউ – অভিভাবক ও সাহায্যকারী

৫৬) ٱلْحَمِيدُ আল হামীদ – সকল প্রশংসার অধিকারী

৫৭) ٱلْمُحْصِيُ আল মুহসি – সকল সৃষ্টির ব্যাপারে অবগত

৫৮) ٱلْمُبْدِئُ আল মুব্দি – প্রথমবার সৃষ্টিকর্তা

৫৯) ٱلْمُعِيدُ আল মুঈদ – পুনরায় সৃষ্টিকর্তা

৬০) ٱلْمُحْيِى আল মুহয়ি – জীবন দানকারী

৬১) ٱلْمُمِيتُ আল মুমীত – মৃত্যু দানকারী

৬২) ٱلْحَىُّ আল হাইয়্যু – চিরঞ্জীব

৬৩) ٱلْقَيُّومُ আল ক্বাইয়ূম – সমস্ত কিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী

৬৪) ٱلْوَاجِدُ আল ওয়াজীদ – অফুরন্ত ভান্ডারের অধিকারী

৬৫) ٱلْمَاجِدُ আল মাজীদ – শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী

৬৬) ٱلْوَاحِدُ আল ওয়া’হিদ – এক ও অদ্বিতীয়

৬৭) ٱلْأَحَد আল আহাদ – এক

৬৮) ٱلْصَّمَدُ আস সামাদ – অমুখাপেক্ষি

৬৯) ٱلْقَادِرُ আল ক্বাদীর – সর্বশক্তিমান

৭০) ٱلْمُقْتَدِ আল মুক্তাদির – নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তের অধিকারী

৭১) ٱلْمُقَدِّمُ আল মুক্বদ্দিম – অগ্রসারক

৭২) ٱلْمُؤَخِّرُ আল মুয়াক্ষীর – অবকাশ দানকারী

৭৩) ٱلأَوَّلُ আল আউয়াল – অনাদি

৭৪) ٱلْآخِرُ আল আখির – অনন্ত, সর্বশেষ

৭৫) ٱلْظَّاهِرُ আল জাহির – সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত

৭৬) ٱلْبَاطِنُ আল বাত্বিন – দৃষ্টি হতে অদৃশ্য

৭৭) ٱلْوَالِي আল ওয়ালী – সমস্ত কিছুর অভিভাবক

৭৮) ٱلْمُتَعَا আল মুতা’আলী – সৃষ্টির গুণাবলীর উর্দ্ধে

৭৯) ٱلْبَرُّ আল বার্ – পরম উপকারী

৮০) ٱلْتَّوَّابُ আত তাওয়াব – তাওবার তৌফিক দানকারী ও কবুলকারী

৮১) ٱلْمُنْتَقِ আল মুনতাক্বীম – প্রতিশোধ গ্রহণকারী

৮২) ٱلْعَفُوُّ আল আফঊ – পরম উদার

৮৩) ٱلْرَّؤُفُ আর রউফ – পরম স্নেহশীল

৮৪) مَالِكُ ٱلْمُلْكُ মালিকুল মূলক – সমগ্র জগতের বাদশাহ

৮৫) ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامُ যুল জালালী ওয়াল ইকরাম – মহিমান্বিত ও দয়াবান সত্তা

৮৬) ٱلْمُقْسِطُ আল মুক্বসিত – হকদারের হোক আদায়কারী

৮৭) ٱلْجَامِعُ আল জামিই – একত্রকারী, সমবেতকারী

৮৮) ٱلْغَنيُّ আল গানি – অমুখাপেক্ষি ধনী

৮৯) ٱلْمُغْنِيُّ আল মুগনিই – পরম অভাবমোচনকারী

৯০) ٱلْمَانِعُ আল মানিই – অকল্যাণরোধক

৯১) ٱلْضَّارُ আয্ যর – ক্ষতিসাধনকারী

৯২) ٱلْنَّافِعُ আন নাফিই’ – কল্যাণকারী

৯৩) ٱلْنُّورُ আন নূর – পরম আলো

৯৪) ٱلْهَادِي আল হাদী – পথ প্রদর্শক

৯৫) ٱلْبَدِيعُ আল বাদীই – অতুলনীয়

৯৬) ٱلْبَاقِي আল বাক্বী – চিরস্থায়ী, অবিনশ্বর

৯৭) ٱلْوَارِثُ আল ওয়ারিস – উত্তরাধিকারী

৯৮) ٱلْرَّشِيدُ আর রাশীদ – সঠিক পথ প্রদর্শক

৯৯) ٱلْصَّبُورُ আস সাবুর – অত্যাধিক ধর্য্য ধারণকারী

**(২) দোয়া কবুলের শর্ত।**

[দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এমনকি দোয়ার ফলে ভাগ্যও ঘুরে যায়।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা আমার কাছে দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব’ (সূরা মুমিন, আয়াত ৬০।) আরবি দোয়া শব্দের অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা, কোনো কিছু চাওয়া ইত্যাদি।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না।’ দোয়া সব ইবাদতের মূল। (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ২১৩৯।)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[দোয়া কবুলের অনেক শর্ত আছে। আল্লাহর উদ্দেশে একমাত্র তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খালেস দিলে দোয়া করতে হবে।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[অনেক মানুষ এমন রয়েছে যাদের দোয়া আল্লাহতায়ালা কবুল করেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**[১ নিরাশ না হওয়া:](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)**[দোয়ার পর আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেন। নেতিবাচক কোনো চিন্তা করা যাবে না। অন্যথায় এ দোয়া কবুল নাও হতে পারে।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে আর বলে যে, আমি দোয়া করলাম, কিন্তু আমার দোয়া তো কবুল হলো না। (বুখারি, হাদিস : ৬৩৪০)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**[২ হারাম থেকে বেঁচে থাকা:](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)**[দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে হারাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদি পরিহার করা।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[হারাম উপার্জনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে যতই দোয়া করা হোক, তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত ও পুরো শরীর ধুলোমলিন।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[সে আসমানের দিকে হাত প্রশস্ত করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন-জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে? (তিরমিজি, হাদিস : ৮৯৬৯)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**[৩ আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া :](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)**[হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তাআলা শিগগির তোমাদের ওপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর কাছে দোয়া করলেও তিনি তোমাদের সেই দোয়া গ্রহণ করবেন না। (তিরমিজি, হাদিস : ২১৬৯)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**[৪ আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা:](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)**[আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা একটি বড় ধরনের পাপ। এই পাপের শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতেই ভোগ করতে হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[হাদিসে এসেছে, ‘কোনো মুসলিম দোয়া করার সময় কোনো গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দোয়া না করলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে এ তিনটির কোনো একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাঙ্ক্ষিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন। (৩) অথবা তার কোনো অকল্যাণ বা বিপদাপদ তার থেকে দূরে করে দেন।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[সাহাবিরা বলেন, তাহলে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি বলেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন। (আত-তারগীব, হাদিস : ১৬৩৩)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**[৫ দোয়ায় পূর্ণ মনোযোগ না থাকা:](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)**[দোয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দোয়া করতে। আল্লাহ অচেতন মনের দোয়া গ্রহণ করেন না।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[রাসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কোরো। জেনে রেখো, আল্লাহ অমনোযোগী ও অসাড় মনের দোয়া কবুল করেন না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৭৯)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[দোয়ার সুন্নাত তরিকা হল- আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (ﷺ)-এর ওপর দরূদ পড়ে দোয়া করা। বিনয় কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা এবং দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা নিজের প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না’ (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৫।)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**[৬ আশা ও ভয়ভীতি নিয়ে দোয়া করা।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)** [এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে’ (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬।)](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

[সম্ভব হলে ওজু করে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা। নিজের গোনাহের কথা স্বীকার করে আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া।](https://www.jugantor.com/islam-life/391361/%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%B9%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%9A-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3)

**(** **৩ )**  **যে দোয়াটি পড়লে দোয়া কবুল হবেই।**

মনের একান্ত আশা পূরণে মানুষ অনেক আমল করে থাকেন। তবে ‘ইসমে আজম’ দোয়া কবুলের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আল্লাহ তাআলার পবিত্র নাম ‘ইসমে আজম’-এর ওসিলায় দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ আল-আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ﷺ) এক ব্যক্তিকে তার দোয়া এভাবে বলতে শুনেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলুকা, বিআন্নী আশহাদু আন্নাকা আংতাল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লা আংতাল আ'হাদুস সামাদ, আল্লাজী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহূ কুফুওয়ান আ'হাদ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। নিশ্চয় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনিই আল্লাহ। আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, যিনি একক, অমুখাপেক্ষী যিনি কাউকে জন্ম দেন নি, তার থেকে কেউ জন্ম নেন নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

**বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল** (ﷺ)  **(ওই ব্যক্তির মুখে এ বাক্যগুলো শুনে) তখন বললেন- ‘সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার জীবন! নিঃসন্দেহে এ লোক আল্লাহ তাআলার মহান নামের (‘ইসমে আজম’-এর) ওসিলায় তার কাছে প্রার্থনা করেছে; যে নামের ওসিলায় দোয়া করা হলে তিনি কবুল করেন এবং যে নামের অসিলায় (কোনো কিছু সাহায্য) প্রার্থনা করা হলে তিনি তা দান করেন।’ (তিরমিজি, ৩৪৭৫)**

এ হাদিসের আলোকে দুনিয়ার অনেক হাদিস বিশারদ বলেছেন, এটিই হলো সেই দোয়া; যেটিকে ‘ইসমে আজম’ বলা হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ হাদিসটিকে ‘ইসমে আজম’-এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ হাদিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (ফাতহুল বারি)

এ ‘ইসমে আজম’ পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে দোয়া করলে অবশ্যই তিনি বান্দার মনের সব ভালো ও কল্যাণকর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন।সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, নিজেদের একান্ত কল্যাণকর চাওয়া-পাওয়া পূরণে আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি এবং আস্থা-ভরসা রেখে সংক্ষেপে ‘ইসমে আজম’-এর আমল করা। আল্লাহকে ডেকে ডেকে মনের চাওয়া-পাওয়াগুলো পূরণের আবেদন করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ‘ইসমে আজম’-এর আমল যথাযথভাবে করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

**(৪) জ্বীন কাকে বলে?**

জ্বিনের ইংরেজি বানান হচ্ছে ( jinn ) জ্বিন হচ্ছে ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কুরআনে বর্ণিত একটি জীব বা সৃষ্টি।আল কুরআনে জিন নামে একটি সূরা রয়েছে।

আরবিতে জ্বীন শব্দটির অর্থ কোন কিছু যা গুপ্ত, অদৃশ্য, অন্তরালে বসবাসকারী বা অনেক দূরবর্তী। বিজ্ঞান এখনও জ্বীনের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেনি। তবে কুরআন অনুসারে জ্বীন জাতি মানুষের ন্যায় [আল্লাহ](https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9) সৃষ্ট অপর আরেকটি জাতি, যারা পৃথিবীতে মানব আগমনের পূর্ব থেকেই ছিল এবং এখনো তাদের অস্তিত্ব রয়েছে।

**( ৫) জ্বীন কিসের তৈরি?**

পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, জ্বীন জাতি আগুনের তৈরী।

"আর তিনি জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা দিয়ে।" (সূরা আর-রহমান, ১৫)

"আর আমি এর আগে জ্বীন সৃষ্টি করেছি প্রখর আগুন দিয়ে। (সূরা আল-হিজর, ২৭)

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন- "ফেরেশতারা আলোর তৈরী, জ্বীনরা আগুনের স্ফুলিংগ থেকে তৈরী এবং আদমকে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার বর্ণনা (মাটি থেকে) পবিত্র কুরআনে রয়েছে।" (মুসলিম শরীফ ১৮/১২৩ - তাফসীর আল নববী

**(৬) জ্বীন কোথায় থাকে?**

মানুষের পরিত্যক্ত স্থানগুলোতে জ্বীনরা থাকতে পছন্দ করে। তাদের অধিকাংশই লোকালয় থেকে দুরে নিরব কোন এলাকায় থাকে। তবে কিছু জ্বীন মানুষদের সাথে লোকালয়ে থাকে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ সহীহ হাদিস থেকে জানা যায়, জ্বীনরা নোংরা ও গন্ধময় জায়গায় থাকতে পছন্দ করে যেখানে মানুষরা ময়লা এবং খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ ফেলে রাখে। মানুষের খাবারের উচ্ছিষ্ট জ্বীনদের খাবার। আমাদের ফেলে দেয়া মাংসের হাড়গুলো আল্লাহর কৃপায় মাংসসহ খাবার হয়ে যায় জ্বীনদের জন্য। রাসুল (সাঃ) একারণেই রাস্তার পাশে পড়ে থাকা কোন হাড়ের ওপর প্রস্রাব করা কিংবা মাটি মিশ্রিত হাড়কে ঢিলা হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

টয়লেট এবং প্রস্রাব করার জায়গাগুলোতেও জ্বীনদের অবাধ বিচরণ থাকে। হযরত জায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "এই জায়গাগুলোতে (টয়লেট এবং প্রস্রাব করার জায়গা) জ্বীন এবং শয়তানরা অবাধে বিচরণ করে। তোমাদের মধ্যে যেই এই স্থানগুলোতে যাবে, সে যেন বলে- 'আমি আল্লাহর কাছে পুরুষ এবং মহিলা শয়তানের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।" (আহমেদ ইবনে হাম্বল, 'পবিত্রতা' খন্ড, ৪/৩৬৯)

**(৭) জ্বীন কয় প্রকার?**

হযরত জালাবা আল খাসানি থেকে বর্ণিত, রাসুল (সাঃ) বলেছেন- "তিন ধরনের জ্বীন আছে. এক প্রকারের জ্বীন পাখার মাধ্যমে বাতাসে ওড়ে, এক প্রকারের জ্বীন সাপ এবং মাকড়শার আকারে থাকে, শেষ প্রকারের জ্বীনরা সাধারনভাবে থাকে এবং চলাচল করে।" (আল তাবারানী, আল হাকিম এবং বায়হাক্বী থেকে বর্ণিত) জিন জাতি তিন প্রকার। এক. যারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দুই. কিছু সাপ ও কুকুর। তিন. মানুষের কাছে আসে ও চলে যায়। [তাবারানি] প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ শায়খ আলবানি রহ. হাদিসটিকে সহিহ

বলেছেন, তিন ধরনের জিন রয়েছে। একদল যারা সর্বদা আকাশে উড়ে বেড়ায়। আরেক দল যারা সাপ ও কুকুরের আকার ধারণ করে থাকে। তৃতীয় দল পৃথিবীবাসী, যারা কোনো এক স্থানে বাস করে বা ঘুরে বেড়ায়। (বায়হাকি ও তাবরানি)।

জিনরা গায়েবের খবর ও ভবিষ্যৎ জানে না। কোনোভাবেই মানুষের চেয়ে জিন জাতি শ্রেষ্ঠ নয়। মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সব জীবের মধ্যে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদের স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদের উত্তম জীবন উপকরণ দিয়েছি এবং তাদের অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।’ (বনি ইসরাইল, আয়াত : ৭০)

তবু কিছু অপরিণামদর্শী মানুষ জিনদের শরণাপন্ন হয়। তাদের কাছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চায়। এটা শুধু একটা ভুল নয়; শিরকের মতো জঘন্য গুনাহ। জিনদের বুদ্ধিমত্তা কতটুকু এবং তারা ভবিষ্যৎ জানে কি না এর প্রমাণ সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর ঘটনায় দেখা যায়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, ‘যখন আমি সুলাইমানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন জিনদের তার মৃত্যু-বিষয় জানাল শুধু মাটির পোকা (উইপোকা); যা সুলাইমানের লাঠি খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান (আ.) পড়ে গেলেন তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় জানত, তাহলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।’ (সুরা সাবা, আয়াত : ১৪)

কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত। জ্এবীন তো আছেই, এমনকি মানুষের উপর তারা প্রভাব খাটাতে পারে। জ্বীনে আসর করলে এমন একটি অবস্থা হয় যখন মানুষের নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সাময়িক স্মৃতি বিভ্রম ঘটে। একে জ্বীনে আসর করা বলে।

কুরআনে বলা হয়েছে,  
“যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে বিকারগ্রস্ত করে দেয়।” (সূরা বাক্বারা, ২৭৫)

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-  
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,  
“শয়তান আদম সন্তানের শরীরে প্রবাহিত হয়, যেমন রক্ত শরীরে প্রবাহিত।” (বুখারী, ৩৩/২৫১,মুসলিম, ২১৭৫)  
অন্য হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে,  
রাসুল(সঃ) একবার একটি অসুস্থ বালকের সাক্ষাত পেয়েছিলেন যার ওপর জ্বীনের ভর ছিল। রাসুল ছেলেটির দিকে ফিরে জোরে বলেন- “ও আল্লাহর শত্রু, বের হয়ে আসো। ও আল্লাহর শত্রু, বের হয়ে আসো। ছেলেটি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।”  
(ইবনে মাজাহ, ৩৫৪৮, আহমদ ৪/১৭১, ১৭২)।

ইমাম আহমদের ছেলে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, “আমি আমার বাবা (ইমাম আহমাদ) কে বললাম- কিছু মানুষ মানুষের শরীরে জ্বীনের ভর করাকে বিশ্বাস করে না। তিনি বলেন- ও আমার সন্তান, তারা মিথ্যা বলছে। আসর করা অবস্থায় অসুস্থ লোকের মুখ দিয়ে জ্বীন কথাও বলতে পারে।”  
(মাজমু ফতোয়া- ইবনে তাইমিয়াহ ১৯/১২)

কুরআনে জ্বীন সম্পর্কে একটি সূরাই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এর অস্তিত্ব বিশ্বাস না করলে কেউ মুসলমান হতে পারবে না। কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর ইবাদতের জন্য।

জ্বীন সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে। কারো মধ্যে জ্বীন প্রবেশ করলে আমি নিজেো তার সাথে কথা বলেছি। সে ছিল জ্বীনদের নারীজাত অর্থাৎ পরী। নাম ছিল সাদিয়া। আর আমার এক বন্ধু তার সাথে মিলনও করতো। হঠাৎ সে কোথায় হারিয়ে যেতো, আবার চলে আসতো। আবার এমনও হয়েছে, সাদিয়া যখন বন্ধুর উপর ভর করেছে, তখন আমরা উপরতলায় থেকে কি বলেছি সেটার জন্য ডেকে পাঠিয়েছে জেনে গেছে তাই। অথচ এটা সাধারন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার আমাদের গ্রামের একজনকে তুলে নিয়েছিল, পরে খেজুর গাছের মাথায় কয়েকদিন পর পাওয়া যায় তাকে। তখন তার সাথে পরীর হিস্টোরি খুলে বলে। আবার আমার আম্মুর নানা বলেছিলেন, রাতে মসজিদে তাহাজ্জুদ পড়ার সময় সালাম ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন পুরো মসজিদ ভরা সাদা জুব্বা পাগড়ি পরিহিত মুসল্লি। অথচ মধ্যরাতে এমনটা কল্পনা করা যায়না। গ্রামের মসজিদ। আবার আমাদের বাড়িতে নারকের গাছের উপর থেকে রাতে হঠাৎ বিশ্রি গন্ধযুক্ত পানি ঝর্ণার মতো কিছুসময় ধরে পরতেই থাকলো, তার পাশে বারান্দায় আমাদের অনেকেই বনা ছিল। আবার চুলার লাকরির মাচা থেকে হঠাৎ একটি আগুনের বল দৌড়ে ছুটে যেতে দেখেছিল অনেকেই সেখানে। আবার মাঝরাতে একাই চাপকলের শব্দ পানি পরছে, অথচ কোন মানুষ নেই। আমি নিজে ও অনেকেই পাশ দিয়ে নুপুরের আওয়াজ শুনেছি প্রায় রাত বারোটার কাছাকাচি সময়ে, অথচ এতো রাতে গ্রামে নুপুর পরে হাটবে কে বাড়ির পেছনে? আবার আমার নানা শখ করে রাতে মাছ ধরতে যেতো তার বন্ধুর সাথে। অথচ পাত্রে মাছ রাখা হচ্ছে মাছ থাকে না। খাওয়ার শব্দও শোনা যায়। আবার ঘোড়া দাড়িয়ে আছে আর মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে পানি খাচ্ছে, এমনটা আমার মামা দেখেছেন। আমার চাচতো ভাই দেখেছে যখন ও মাদ্রাসায় পড়তো, এক বিল্ডিং থেকে হঠাৎ একটা মুখ ওর সামনে চলে এসে জিহ্বা বের করে আবার চলে গিয়েছিল। আবার আমাদের এক পরিচিত বাস ড্রাইভার বলেছিল, সে দূরপাল্লার বাস চালানোর সময় এক বুড়ি বারবার তাদের চলন্ত বাসের সামনে আসতেছিল, তখন তারা শেষে তার উপর দিয়েই বাস চালিয়ে থামালো, হেলপারকে বললো দেখ অবস্থা কি? তখন সে নেমে দৃশ্য দেখে বললো তাড়াতাড়ি গাড়ি চালান। ঐবুড়ির তো কিছু হয়ই নাই, সে উঠে কাদতে কাদতে গাছে উঠে যাচ্ছে! আবার সেই ড্রাইভার আমাকে বললো, এমনও হয়েছে যে বাস সম্ভবতঃ ১৪০+ বেগে ছুটছে, তখন তার বাসের সাথে রাস্তায় একজন স্বাভাবিক হেটে যাচ্ছিল আর আগুন চাচ্ছিল! এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যা অস্বীকার করা যায়না। এসব জ্বীন ছাড়া কি হতে পারে বলেন?

77 বার দেখা হয়েছে